114

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 3 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

গাইডলাইন

শারীরিক শিক্ষা কলেজ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এ কথা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে যেমনি সত্য রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বীকৃত। একটি জাতির অগ্রগতি, উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে সে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর। স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক শিক্ষার। জ্ঞান অর্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের সঙ্গে শারীরিক শিক্ষাও আজ একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শারীরিক শিক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করে তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহের গৌরীপুর রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় শারীরিক শিক্ষা কলেজ। কালান্তরে এ কলেজটি বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর ১৯৬২ সালে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ হিসেবে মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক সাতগম্বুজ মসজিদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়।

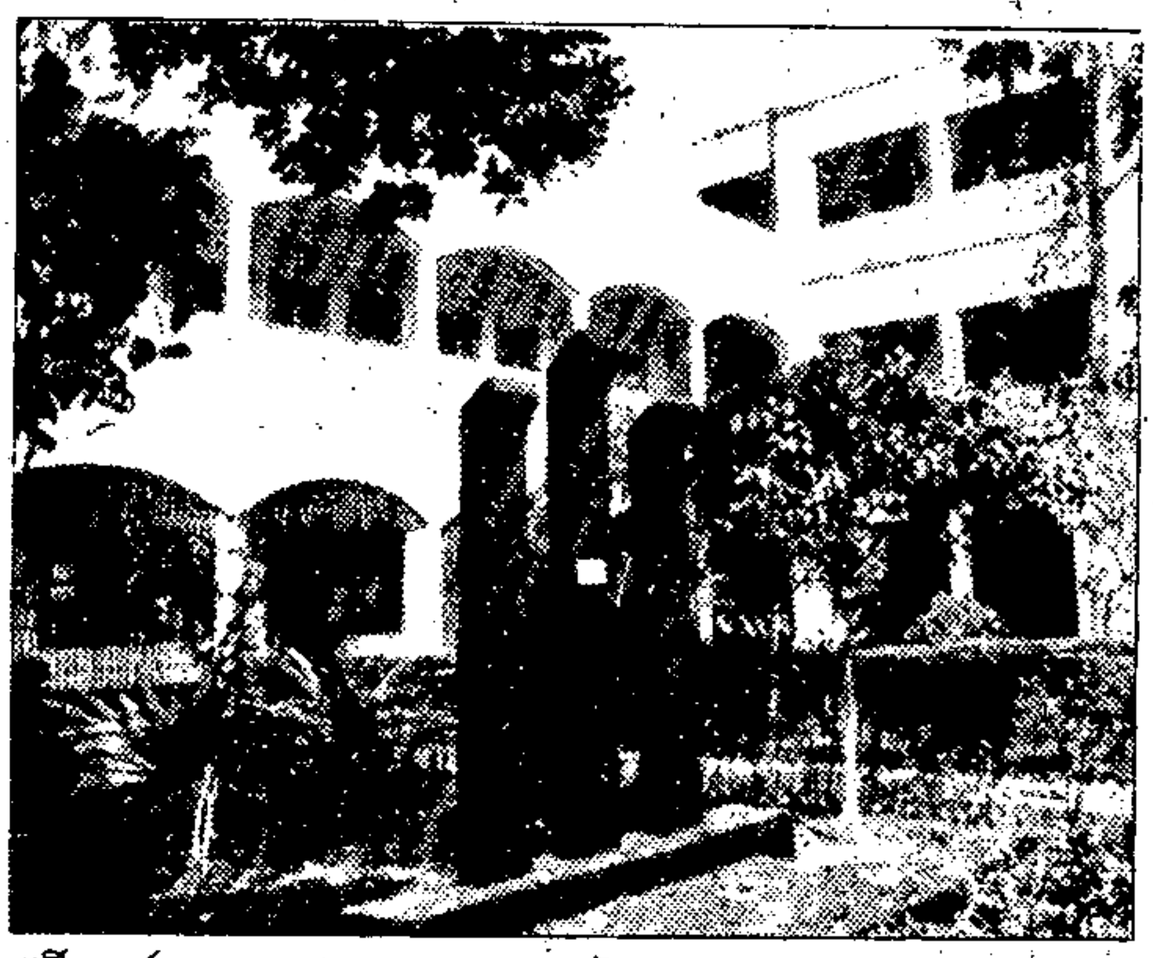

শিক্ষা কার্যক্রম : শারীরিক শিক্ষা কলেজের কার্যক্রম মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। শারীরিক শিক্ষার তত্ত্বীয় বিদ্যা, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষাদান অনুশীলন।

ভর্তির সময় : সাধারণত 'মে' মাসে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এবং কলেজের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। জুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত, ব্যবহারিক, মৌখিক ও ডাক্তারি ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়।

ভর্তির যোগ্যতা : ভর্তির জন্য প্রার্থীকে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ থেকে ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে। প্রার্থীকে যেকোনো দুটি খেলায় পারদর্শী হতে হবে। সেই সঙ্গে সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী হতে হবে। ভর্তির জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর।

আসন সংখ্যা : প্রতিটি কোর্সের জন্য ২০০টি আসন নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে ১৪০ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রী। প্রতি বছর জুলাই থেকে ১০ মাসের জন্য শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়।

বৃত্তি : সদাচার, কলেজে নিয়মিত উপস্থিত, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, মূল্যায়ন, অগ্রগতি প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে ৩৩০ টাকা হারে ১০ মাসের জন্য সরকারি তহবিলের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে : বিপিএড ডিগ্রি প্রাপ্তরা কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে ২৩০০ টাকা থেকে ৪৪৮০ টাকার স্কেলে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার বা ক্রীড়া শিক্ষক কিংবা ইনস্ট্রাক্টর ও কোচ পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এছাড়া বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটগণ ২৮৫০ টাকা থেকে ৫১৫০ টাকা স্কেলে জেলা ক্রীড়া অফিসার ও লেকচারার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদায় চাকরি পেয়ে থাকেন। এছাড়া প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ইনস্ট্রাক্টর পদে এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আকর্ষণীয় বেতন ভাতায় নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

কলেজ ক্যাম্পাস : মোহাম্মদপুরে প্রায় আট একর জমির ওপর কলেজ ক্যাম্পাসটি অবস্থিত। এটি একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ব্যবস্থা। এ ছাড়া এতে স্টাফ কোয়ার্টার, প্রশাসনিক ভবন ও একাডেমিক ভবনসহ ৪০০ মিটার রানিং ট্রাক, সুইমিং পুল, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, জিমন্যাসিয়াম এবং অন্যান্য আন্তঃকক্ষ ও বহিস্থ খেলাধুলার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে।

❑ তোয়াব